জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।৵০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতি বার ।০ আনা, ১৲ এক টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ।

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা।

নগদ মূল্য ৵০ এক আনা।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

হাতে কাটা
বিশুদ্ধ পৈতা
পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

অরবিন্দ এণ্ড কোং

মহাবীরতলা পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)

ঘড়ি, টর্চ, ফাউণ্টেন পেন, চশমা, সেলাই মেসিনের পার্টস্ এখানে নূতন কিনিতে পাইবেন।

এখানে সকল প্রকার সেলাই মেসিন, ফটো ক্যামেরা, ঘড়ি, টর্চ, টাইপ রাইটার, গ্রামোফোন ও যাবতীয় মেসিনারী সুলভে সুন্দররূপে মেরামত করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

৩৯শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ মুর্শিদাবাদ—৪ঠা ভাদ্র বুধবার ১৩৫৯ ইংরাজী 20th Aug. 1952 | ১৪শ সংখ্যা

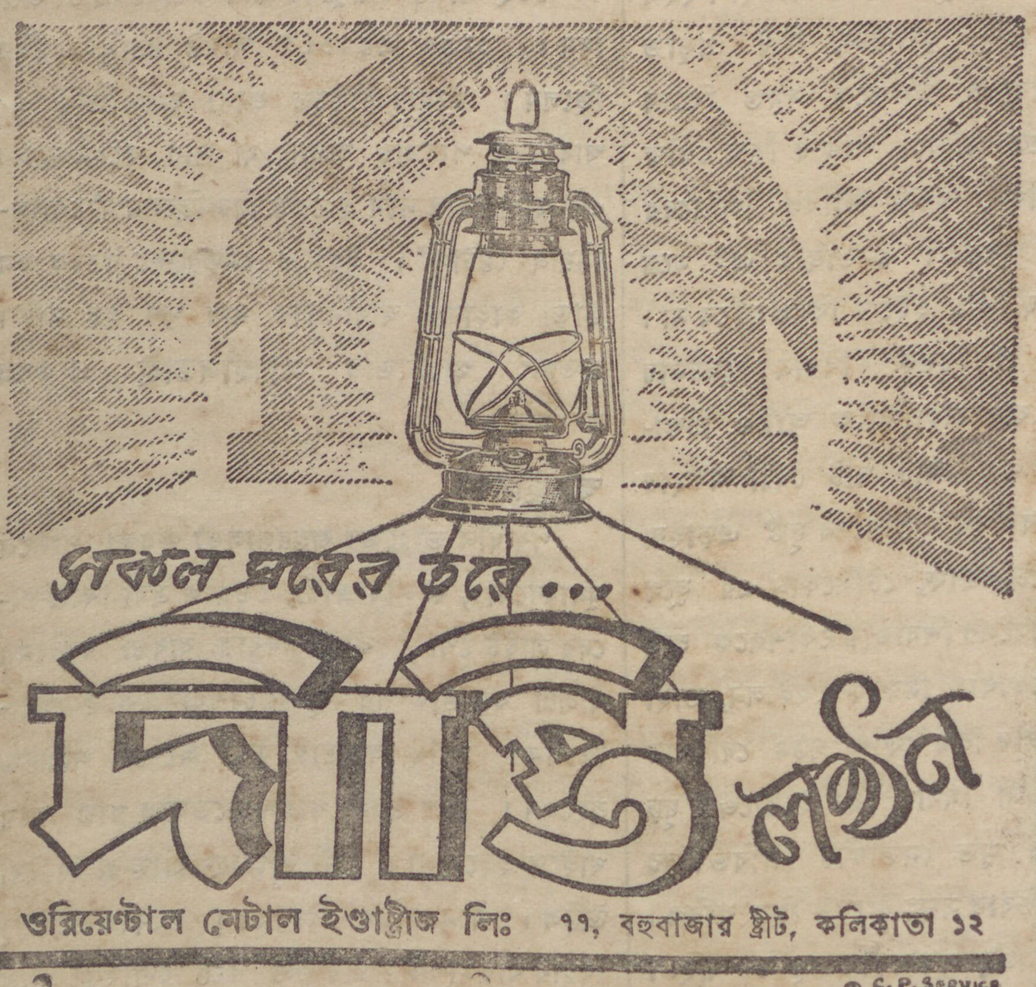

জীবনযাত্রার পাথেয়

আমাদের গৃহ-সংসার কত আশা ও উৎসাহ, কত শান্তি ও সুখের স্বপ্ন দিয়ে তৈরী। বাপ মায়ের সে স্বপ্ন রূঢ় বাস্তবের আঘাতে ভেঙ্গে যাওয়া অসম্ভব নয়, তাই নিজের জন্যও যেমন তাঁদের দুশ্চিন্তা, ছেলে-মেয়ে ও আত্মীয়-পরিজনের জন্যও তেমনি তাঁদের উদ্বেগ ও আশঙ্কা—কি উপায়ে তাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের উপযোগী সংস্থান করে রাখা যায়? হিন্দুস্থানের বীমাপত্র সেই সংস্থানের উপায় স্বরূপ—প্রত্যেকের আর্থিক সঙ্গতি ও বিভিন্ন প্রয়োজন অনুযায়ী নানাবিধ বীমাপত্রের ব্যবস্থা আছে।

জীবনযাত্রার অনিশ্চিত পথে
জীবন বীমা মানুষের
প্রধান পাথেয়।

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ
ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড
হেড আফস- হিন্দুস্থান বিল্ডিংস
৪নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা—১৩

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৪ঠা ভাদ্র বুধবার সন ১৩৫৯ সাল।

স্বাধীনতা, সাধহীনতা, স্বাদহীনতা, শ্বাধীনতা!

—০—

লোক গণনার হিসাব হইতে জানা গিয়াছে—ভারতবর্ষের শতকরা আশী জন অধিবাসী নিরক্ষর। বাকী ২০ জনের মধ্যে অশিক্ষিত, অর্দ্ধ শিক্ষিত এবং অতি অল্প সংখ্যক লোককেই শিক্ষিত বলা যায়। বিদেশীয়ের অধীনে থাকা যে কি কষ্টকর তাহা উপলব্ধি করিবার ক্ষমতাও অতি সামান্য লোকেরই ছিল।

ইংরেজ এদেশে রেলগাড়ী, ষ্টীমার প্রভৃতি যান আমদানী করার পর তাহাদিগকে প্রায় সকলেই দেবতার মত শক্তিসম্পন্ন বলিয়া মনে করিত। তাহারা আমদানী করিল নানাবিধ কল কারখানা। বাঙলার কবি তাঁহার কবিতায় লিখিয়া গিয়াছেন—

কি আশ্চর্য্য রেল রোড দেখ দেখি সবে।
ভারতে ভারতী তার কে শুনেছে কবে॥

* * *

কলেতে চলিছে গাড়ী নাম বাষ্পরথ।
ছয় দিনে চলে যায় ছ' মাসের পথ॥

ইংরেজের গুণগান করা এক মুখের সাধ্যাতীত ছিল। আকাশে মেঘের পাশে যে বিদ্যুৎ দেখা যায়, তাহাকে ধরিয়া খবর বহাইতেছে, পাখা টানাইতেছে, আলো ধরাইতেছে। রেল গাড়ী যেখানে যেদিন প্রথম চলিত, সেখানে আমাদের দেশের শতকরা আশী জনের সংখ্যাধিক্য সম্প্রদায় দেবতা জ্ঞানে গলবস্ত্র হইয়া প্রণাম করিয়া ধন্য হইয়াছে। এখনও বৃদ্ধা নিরক্ষরা জননী বিদেশস্থিত স্বল্পশিক্ষিত চাকুরে ছেলের কুশল সংবাদ পাইবার জন্য অন্যের নিকট চিঠি লিখাইয়া লইয়া তাহার নির্দ্দেশমত সিন্দুর মাখা রঙের লেটার বাক্সকে দেবতা জ্ঞানে বিদেশস্থ একমাত্র পুত্রের সংবাদ আনিয়া দিবার কামনা করিয়া চিঠিখানি ফেলিয়া দেয়। রোজই তাহার কাছে গলবস্ত্র হইয়া প্রণাম করে, আর বলে আমার বাছার খবর এনে দাও মা। এই বিদ্যার লোক যে দেশে শতকরা ৮০।৯০ সে দেশের লোককে ঠকাইয়া ইংরাজ নিজের দেশে সব বহিয়া লইয়া যাইবে, তাহার বিচিত্র কি! যাহারা এই ইংরাজের নিকট শিক্ষালাভের জন্য তাহার দেশ ইংলণ্ডে গিয়া লণ্ডনে বাসা বাঁধিয়াছে তাহাদের মধ্যেই কেহ, কিম্বা তাহাদের কাহারও মুখে বর্ণনা শুনিয়া বিলাতের টেমস্ নদীর সুরঙ্গ কবির ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন—

উপরে জাহাজ চলে নীচে চলে নর,
অপরূপ বল কিবা আছে এর পর!

ইংরাজের এত গুণমুগ্ধ ভারতবাসীরাই তাহার দুরভিসন্ধি যেদিন ধরিতে পারিল, তাহাদের এদেশ হইতে তাড়াইবার জন্য বদ্ধপরিকর হইল। যখন ইংরাজ দুই দুইটি মহাযুদ্ধের ফলে নাজেহাল হইল এবং নেতাজীর হিন্দু, মুসলমান, শিখ প্রভৃতি পরস্পর বিরুদ্ধভাবাপন্ন জাতিকে সমস্ত বিদ্বেষ ভুলাইয়া এক সূত্রে গাঁথিয়া আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করিতে দেখিল, তখনি ভাবিল তাহাদের ভারত শাসন করা অসম্ভব। নেতাজীর এই মন্ত্রে ভারতীয় ফৌজ দীক্ষিত হইতে বিলম্ব হইবে না। ইংরাজ থাকিতে থাকিতেই বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যু সংবাদ তাহাদিগকে আরও চিন্তান্বিত করিয়া তুলিল। আট ঘাট ঘেরা অবস্থায় নাজিমুদ্দিন সাহেবের সতর্ক পুলিশের দৃষ্টি এড়াইয়া এই এরোপ্লেন, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন এর যুগে আওরঙ্গজেবের আমলের শিবাজীর কৌশলকে হার মানাইয়া তিনি কোথায় নিরুদ্দেশ হইলেন, তাহা ইংরেজ বুঝিল আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন দেখিবার পর। বিমান দুর্ঘটনা মিথ্যা ইহা ইংরাজের দৃঢ় বিশ্বাস। দুর্ঘটনায় মৃত নেতাজীর আবির্ভাবের পূর্ব্বেই ভারত ছাড়িবার সঙ্কল্প ইংরেজ স্থির করিল। মহাত্মাজী, জহরলালজী, সর্দ্দারজী প্রভৃতি অহিংস বীরবৃন্দ পরিচালিত কংগ্রেস দলভুক্তগণ চান অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতা, আর কায়েদে আজম জিন্না সাহেবের নেতৃত্বে পরিচালিত মুসলিম লীগ চান পাকিস্থান। শেষোক্ত সম্প্রদায় কংগ্রেসের বিরুদ্ধে প্রচার করেন, সভা করেন, গান গাহেন—

"দূর হটো, দূর হটো, রে কংগ্রেসবালা,
পাকীস্থান হামারা হ্যায়!"

ক্রূর বুদ্ধি ইংরেজ ভারত ছাড়িয়া গিয়া আবার সময় পাইলেই পুনরাগমনের সুযোগ সুবিধার পথ আবিষ্কার করিলেন তাহাদের মূল মন্ত্র ভেদনীতির মধ্য হইতে। ইণ্ডিয়ান ডোমিনিয়ন নাম দিয়া জাতীয় কংগ্রেসকে এবং পাকীস্থান নাম দিয়া মোসলেম লীগকে মালিকান স্বত্ব দিয়া উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে দ্বন্দ্বের বীজ বপন করিয়া ইংরাজের গবর্ণর জেনারেল লর্ড মাউণ্ট ব্যাটেনকে ভারত ডোমিনিয়নের গবর্ণর জেনারেল পদে রাখিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট লর্ড মাউণ্ট ব্যাটেনের শাসনাধীনে ভারত স্বাধীনতা লাভ করিল।

সাধহীনতা

১৫ই আগষ্ট অগ্নিযুগের ঋষি অরবিন্দেরও জন্মদিন। ১৯৪৭ এর ১৫ই আগষ্ট তিনি জীবিত ছিলেন। তাঁহার বাণীতে জানা যায় তিনি এই স্বাধীনতা পাইবার বাসনা বা সাধ করেন নাই। এই স্বাধীনতার নাম ইংরেজ দিয়াছিলেন "ডোমিনিয়ান ষ্টেটাস্"। ইহাতে নেতৃবৃন্দের কয়েক জন ছাড়া কাহারও স্বাধীনতার সাধ পূর্ণ হয় নাই। সুতরাং স্বাধীনতার **সাধহীনতাই** প্রতিপন্ন হইয়াছে।

স্বাদহীনতা

পরাধীন ভারতের জহরলালজী ক্ষমতা পাইলে মুনাফাখোর, কালাবাজারী, ভেজাল দ্রব্য বিক্রেতাদের লাইট পোষ্টে ফাঁসি দিবার ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া বক্তৃতার পর বক্তৃতা দেশবাসীকে শুনাইয়াছিলেন। তিনি ক্ষমতার উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত হইলেন। দেশ ভরসা পাইল—ভেজাল খাদ্য আর খাইতে হইবে না। দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তিরা কাঁপিয়া উঠিল। মনে করিল—বাপ্‌রে! প্রাণদণ্ড হইবে! বিহার ব্যবস্থাপক সভায় উচ্চ কণ্ঠে ঘোষিত হইল কংগ্রেসী অমুক অমুক সদস্যের আত্মীয় অমুক বাবু অমুক বাবু গুড়ের পারমিট লইয়া কালাবাজারে বহুত মুনাফা করিয়াছে। সকলেই চাহিয়া থাকিল

জহরলালজীর বিচারের দিকে। কা কস্য পরিবেদনা। কোন অপরাধীরই কেশাগ্র স্পর্শ করা হইল না। এইভাবে জহরলালজীর "গোদা পায়ের লাথি"র কিম্মত সকল দুর্বৃত্তই বুঝিতে পারিল—ইনি বাক্য-বীর, কর্ম্মবীর নহেন। চতুর্গুণ উৎসাহে দেশে দুর্নীতি চলিতে লাগিল। জহরলালজী নির্ব্বাচনের ভোটের দালালী করিতে আসিয়া আবার ধাপ্পা দিয়া কাজ হাসিল করিলেন। এবার বলিলেন—সাধারণ নির্ব্বাচনের পর কংগ্রেস গবর্ণমেণ্টের সব দুর্নীতির অবসান ঘটাইবেন। সব বিধান সভায়, জহরলালজীর কংগ্রেসের সংখ্যাধিক্য। সংখ্যাধিক্যের জোরে সব আইন পাশ হইয়া যাইতেছে। লাইট পোষ্টে ফাঁসি দিবার আইন করার সুযোগ তাঁহার হইল না। আইন নাই বলিয়া এই সব অপরাধীকে সাজা দেওয়া হয় না। ঘী বলিয়া যে সব দ্রব্য বিক্রয় হইতেছে তাহা ঘী নয়। ময়দার মধ্যে কি না খাই আমরা! চিনির সঙ্গে কাঁচ গুড়ো, বালি, অবাধে চলিতেছে। চাউলে কাঁকরের আবির্ভাব অভিনব। সব জিনিসের স্বাদ আর পুরাতন কালের মত নাই। সকল জিনিসেই **স্বাদহীনতা** অনুভূত হইতেছে।

শ্বাধীনতা

শ্বা মানে কুক্কুর। শ্বাধীন মানে কুক্কুরের অধীন। মানুষ এক মুষ্টি অন্নের জন্য সরকারের বেতনভোগী চাকরের মুখের দিকে কুক্কুরের মত ফ্যাল ফ্যাল কারয়া চাহিয়া কৃপা ভিক্ষা করিতেছে। একখানি রেশন কার্ডের জন্য দিনের পর দিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা হুজুর হুজুর করিয়া ফিরিতেছে। রেশন কার্ড মিলে নাই। যদি কোন পরিচিত ব্যক্তির বা আত্মীয়ের নিকট হইতে সামান্য চাউল লইয়া ছিন্ন গামছা ডবল করিয়া বাঁধিয়া লইয়া আসিতেছে, অমনি এক ব্যক্তি কি আছে তাহা তল্লাস করিবার অছিলায় পুঁটলিটি লইয়া আর ফেরত দিল না। বলিল—"ইহা সরকারে বাজেয়াপ্তের হুকুম হইল।" এ চাউল কোথায় জমা হইল, কে জানে?

স্বাধীনতা লাভের বলি পূর্ব্ব বঙ্গের পলাতকা হিন্দুর দল শিয়ালদহ ষ্টেশনে শৃগাল কুক্কুরের অপেক্ষা হীন অবস্থায় পড়িয়া আছে। কাশীপুরের পাটের গুদামে দিনের পর দিন কুক্কুরের মত সপরিবারে বাস করিয়া কত লোক এই **শ্বাধীনতার** কবল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা কে করিবে? ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট যে তেরঙ্গা জাতীয় পতাকা লোকে আগ্রহের সহিত বাড়ীতে টাঙাইয়াছিল, এই পাঁচ বৎসরে তাহার ছিন্ন দশা উপস্থিত, লজ্জায় কেহ তাহা বাহির করিতে পারে নাই, কেহ বা তাই দিয়া কৌলিক বজায় রাখিয়াছে। স্বাধীনতার সুখ লোক হাড়ে হাড়ে অনুভব করিয়া বুঝিয়াছে—**স্বাধীনতা** এখনও আসে নাই, আসিয়াছে **সাধহীনতা, স্বাদহীনতা** এবং **শ্বাধীনতা।**

প্রাইভেট ছাত্র ছাত্রীর সুবিধা

স্কুল ফাইন্যালে প্রাইভেট ছাত্র ছাত্রিগণ জঙ্গিপুর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়েই টেষ্ট পরীক্ষা দিতে পারিবেন।

১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতা দিবস প্রতিপালন

স্বাধীনতা দিবসের পঞ্চম বার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠান উপলক্ষে মির্জাপুর রেশম শিল্পী সঙ্ঘের উদ্যোগে প্রাতে রামধূন সঙ্গীত সহ প্রভাত ফেরী, সকাল ৮টায় সঙ্ঘের সভাপতি শ্রীনিত্যগোপাল ভঞ্জ কর্ত্তৃক জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। বৈকালে বৃষ্টির জন্য সভার অনুষ্ঠান কিঞ্চিৎ ব্যাহত হয়। বৈকালে ৫৷৷০টায় এক সূত্রযজ্ঞের পর স্থানীয় দেশকর্ম্মী ও সঙ্ঘের শুভাকাঙ্ক্ষী শ্রীযুক্ত হরিরঞ্জন কৈলঠ্যা মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি মহাশয় শহীদ বেদীতে মাল্যার্পণ করেন। বন্দেমাতরম সঙ্গীতের পর সভার কার্য্য আরম্ভ হয়, স্বাধীন জাতীয়তা অর্জন করিবার প্রকৃত অধিকারী হইবার জন্য বিভিন্ন বক্তা জনগণকে বক্তৃতা দ্বারা বুঝাইয়া দেন। সঙ্ঘের আরব্ধ বিভিন্ন গঠনমূলক কার্য্যে সহযোগিতা করিবার জন্য সঙ্ঘের ব্যবস্থাপক শ্রীরাধারমণ পৈলস্যা সকলকে অনুরোধ করেন। সভাপতি মহাশয় সঙ্ঘের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করেন। জনগণমন সঙ্গীত দ্বারা সভার কার্য্য সমাপ্ত হয়। অতঃপর সঙ্ঘের সদস্যগণ সভাস্থ জনগণকে জলযোগে আপ্যায়িত করেন। সংবাদদাতা

কৃষাণ আবশ্যক

—০—

চাষের কাজ ও গরুর সেবাযত্ন জানা, পরিশ্রমী, স্বাস্থ্যবান, নম্র-স্বভাব, বয়স ১৮ হইতে ৩০ মধ্যে কয়েক জন হিন্দু কৃষাণ আবশ্যক। আহার বাসস্থান বাদে প্রত্যেকের যোগ্যতানুসারে মাসিক বেতন ১৫৲—২৫৲ টাকা। কর্ম্মপ্রার্থীকে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া সাক্ষাতে বাহাল হইতে হইবে। ইতি—

শ্রীউমাচরণ দাস, গ্রাম ব্রাহ্মণটুলি,
পোঃ জঙ্গিপুর, জেলা মুর্শিদাবাদ।

রঘুনাথগঞ্জ সার্ব্বজনীন দুর্গাপূজার ১৩৫৮ সালের আয়ব্যয়ের হিসাব

জমা—১৩৫৮ সালের মোট চাঁদা আদায়—৬১৮৸৵০ ১৩৫৭ সালের উদ্বৃত্ত—০, মোট—৬১৮৸৵০ মোট খরচ—৬০৮৶০, হাতে মজুত—১০৷৷৶০ (সম্পাদকের নিকট—৬৷৷৶০, ছকড়িলাল সাহার নিকট ৪৲)

খরচ—পূজা—২০৬৷৷৵৫ (পূজার খরচ—১৪২৸৵১৫, বস্ত্র—৩৮৷৷৵১০, দক্ষিণা—২৫৲) লক্ষ্মীপূজা—২৫৵১০ প্রতিমা (লক্ষ্মী সমেত)—৯০৲, প্রতিমার নূতন পাট তৈয়ারী—১১৸৵০, বাদ্য—৩৭৶০, মণ্ডপ (অভিনয়ের মঞ্চ সমেত)—৮০৵০, আলো (অভিনয় সমেত)—২৭৵১০, অভিনয়—৫৭৸৶০, ধার শোধ—৬০৲ শ্রীরমাপতি চট্টোপাধ্যায়—৩৫৲, শ্রীঅবনীকুমার রায়—২৫৲, বিবিধ (ছাপা খরচ সমেত)—১২৷৵১৫ মোট—৬০৮৷৵০

যাঁহারা হিসাব দেখিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা যে কোন ছুটির দিন শ্রীঅবনীকুমার রায়ের বাড়ীতে যাইয়া দেখিয়া আসিতে পারেন।

শ্রীঅবনীকুমার রায়, সম্পাদক

সমস্ত বিল পরীক্ষা করিয়া ও সমস্ত ভাউচার মিলাইয়া দেখিলাম। সমস্ত নির্ভুল আছে। কেবল ৩৮নং ভাউচারে ১৷০ আনা স্থলে ১৵০ আনা হইবে।

স্বাঃ শ্রীফণিভূষণ সাহা, হিসাব রক্ষক
জঙ্গিপুর সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিঃ।

১১।৪।৫৯

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিন্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম : "আর্টইউনিয়ন" টেলিফোন : বড়বাজার ৪১২

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের
যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং
বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি
ও
ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়,
কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের
যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি
সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

* * *

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে প্রস্তুত ও ডেলিভারী হয়

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৫২

১৯৫২ সালের ডিক্রীজারী

৪৬ থাং ডিঃ বিমলসিংহ কুঠারা দেং দেবী ঘোষ দিং দাবি ৮৫৶৩ থানা সুতী মৌজে নজিরপুর ৭-৯৭ শতকের কাত ৯৫৶৪ পাই আঃ ২০৲ থং ১১৩

৪৭ থাং ডিঃ ঐ দেং শ্রীনন্দন মণ্ডল দিং দাবি ৪৬৷৵০ মৌজাদি ঐ ৩-৪১ শতকের কাত ৩৮৵১০ আঃ ১০৲ থং ১১২

২৯৯ থাং ডিঃ ঐ দেং শান্তিময় রায় চৌধুরী দিং দাবি ১৫৫৮৵৩ থানা ঐ মৌজে তালাই ৫-৬০ শতকের কাত ২৩।২ আঃ ১০০৲ থং ১৯৪

২৫০ থাং ডিঃ নির্ম্মলকুমার সিংহ নওলক্ষা দেং সুকুমার দত্ত দিং দাবি ৪২॥৵৬ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে সিমলা ১-১৯ শতকের কাত ৬।৯ আঃ ৩০৲ থং ৫৭

২৫২ থাং ডিঃ ঐ দেং সহেদ সেখ দাবি ১১॥৶৬ থানা ঐ মৌজে বাড়ালা ৭৪ শতকের কাত ৮/১ পাই আঃ ৫৲ থং ১০৮

৮ মনি ডিঃ শশিভূষণ দাস ওরফে কেঠে দেং অযোধ্যাকুমার প্রামাণিক ওরফে অজকুমার প্রামাণিক দাবি ৫৩৭।৵০ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে আমগাছী ১২ শতকের কাত ।০ আনা আঃ ২০০৲ থং ৫২ তদুপরিস্থিত কাঁচা গৃহাদি ও একটী আম্র বৃক্ষ

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত